‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বইয়ের সংশোধন ও পরিমার্জন জরুরি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রণীত ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। এ বইয়ে সঠিকভাবে উঠে আসেনি বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও সঠিক তথ্যাবলি। আংশিক ও খণ্ডিত তথ্যসংবলিত এ বইয়ের সংশোধন ও পরিমার্জন জরুরি। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সমকাল-এর যৌথ উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে আয়োজিত “প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ : নাগরিক সমাজের অভিমত” শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সমকাল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় বক্তারা বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়টি চালু করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য আদৌ পূরণ হয়নি। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দেশের কৃষ্টি-কালচার ও বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করা, অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে তাদের গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে নাগরিক সমাজের অনুরোধ ও দাবির প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি চালু করা হয়েছিল। তবে প্রণীত পাঠ্যবইটি তার লক্ষ্য পূরণ করেনি। তারা আরও বলেন, এনসিটিবির দক্ষতা বাড়াতে হবে। গুটি কয়েক পাঠ্যবই লেখকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রকৃত বিষয় বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বইগুলো লেখাতে হবে। টেন্ডার দিয়ে লেখক নির্বাচন আর সীমিত সময় বেঁধে দিয়ে তাদের দিয়ে বই লেখালে কোনোদিনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারপার্সন ড. মনজুর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল আলোচনার সঞ্চালনা করেন সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ। আলোচনায় অংশ নেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন এমপি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হারুন অর রশিদ, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারি, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান ও মমতাজ লতিফ, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এনসিটিবি'র সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) ড. সরকার আবদুল মান্নান, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ এবং সমকালের সহযোগী সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত।

মোতাহার হোসেন এমপি

বই প্রস্তুত কমিটিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেউ নেই। বই তৈরির কাজ যাদের করা দরকার তাদের না দিয়ে অন্যদের দেওয়া হচ্ছে। বইয়ের সিলেবাসের যে বিষয়, সেই বিষয়ের শিক্ষক না লিখে অন্য কেউ লিখছেন। এতে শিশুদের উপযোগী বই প্রস্তুত হচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ভিত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের মতামত নিয়ে কাজ করতে হবে।

অধ্যাপক হারুন অর রশীদ

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বইয়ের শিরোনামেই সমস্যা রয়েছে। সত্যিকারভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হলে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, অভ্যুদয়, ভাষা-সংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে। বাঙালি জাতির ইতিহাস, পাল, সেন, সুলতানি, একহাজার বছরের শাসনামল- এসব না থাকলে শিশুরা অসম্পূর্ণ ইতিহাস জানবে। বাংলা ভাষার ইতিহাস ছাড়া বাংলাদেশ স্টাডিজ সম্ভব নয়।

অধ্যাপক শফি আহমেদ

শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলাদেশ চিনতে পারে, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ চিনতে পারে সে জন্য প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ে ‘বাংলাদেশ স্টাডিজ’ পড়াতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বাংলাদেশ স্টাডিজ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বপরিচয়কে নয়। বাংলাদেশ স্টাডিজ বইতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খুব সামান্য কথা রয়েছে।

প্রতিবন্ধী তৃষা এখন আলোকিত পড়ুয়া

দুঃস্বপ্নের সাগর পাড়ি দিয়ে তৃষা এখন পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে পেয়েছে। বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়েও তার সামনে এখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। শিশুর কোমল মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেছে অবহেলা আর অনাদরের দুঃসহ যন্ত্রণা। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তাকে এনে দিয়েছে নতুন জীবনের ঠিকানা। দিয়েছে সুন্দর আগামীর নিশ্চয়তা।

খুলনা জেলার খুব কাছের উপজেলা বটিয়াঘাটার আমিরপুর ইউনিয়নের তলাপাড়া গ্রামের এক প্রান্তিক কৃষকের সন্তান হুমায়রা খাতুন তৃষা। তার বাবার নাম হাসান শেখ, মা জোহরা বেগম। এক ভাই আর এক বোন তারা। তৃষা জন্ম থেকেই বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী। বাবা-মায়ের অদম্য ইচ্ছা আর নিজের আগ্রহ পূরণে তাকে ২০১২ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের পাঠদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকা এবং অন্য সহপাঠীদের অসহযোগিতার কারণে কিছুদিনের মধ্যেই তাকে বিদ্যালয় ছাড়তে হয়। এতে একজন অসহায় শিশুর কোমল হৃদয় নীরবে নিভৃতে আর্তনাদ করে ওঠে। তার বাবা-মা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনায় পড়ে যান। তাহলে কি শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধিতার কারণে তৃষার এগিয়ে যাওয়ার বাসনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে? শিক্ষা লাভের অদম্য ইচ্ছা কি কুঁড়িতেই ঝরে যাবে? এসব ভাবনা যখন গোটা পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ঠিক তখনই আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। ডিএফআইডি-এর অর্থায়নে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগিতায় আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর বাস্তবায়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ প্রকল্পের নজরে আসে তৃষার বিষয়টি। এক পর্যায়ে প্রকল্পের কর্মী ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে ৪৪ নং বাইনতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে কথা বলেন প্রধান শিক্ষক মনোয়ারা জাহান হায়াতের সঙ্গে। ইতিবাচক আলোচনার পর প্রধান শিক্ষক তৃষাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সম্মতি জানান। অতঃপর ২০১৪ সালে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতার ফলে তৃষা কৃতিত্বের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণির পরীক্ষায় ২১তম স্থান লাভ করে। বর্তমানে সে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ালেখা করছে। একই সঙ্গে সে উপবৃত্তির আওতায় এসছে।

এমনি করেই বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী হুমায়রা খাতুন তৃষার জীবনে শুরু হয়েছে নতুন অধ্যায়। প্রতিবন্ধিতা যে জীবনে চলার পথে কোনো বাধা হতে পারে না, তা সে প্রমাণ করেছে। একই সঙ্গে শিক্ষা লাভে সবার অধিকার সমান এই সাংবিধানিক সত্যকে বাস্তবে রূপ দিয়ে চলেছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। গ্রামীণ জনপদে শিক্ষার আলো জ্বালাতে এই প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টার খবর ছড়িয়ে পড়েছে সব স্থানে। জন থেকে জনান্তরে প্রশংসিত হচ্ছে এ কাজ।

বনশ্রী ভান্ডারী

ওয়াচ গ্রুপের সহায়তায় মিঠুন মডেল টেস্ট-এ অংশগ্রহণ করেছে

দুরন্ত এক ছেলে মিঠুন, বয়স প্রায় ১২ বছর। মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে তার বাড়ি। ৪ ভাই-বোনের মধ্যে মিঠুন সবার ছোট। পিতা জজ মিয়া পেশায় রাজমিস্ত্রি, মা গৃহিণী। বাবার সামান্য আয়ে কোনোমতে চলে তাদের সংসার। মিঠুন রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। সে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে যায়। অধিকাংশ সময় কাটে তার মাঠেঘাটে। গাছের ডালে পাখির ছানা সংগ্রহ আবার কখনো বাড়ির পাশে ভৈরব নদীতে মাছ ধরার কাজে সে ব্যস্ত থাকে। সে প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। পড়ালেখা ও স্কুল তার কাছে ভাল লাগে না।

রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মজিদ অনেক চেষ্টা করেও তাকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত করতে পারেননি। এভাবেই বছর শেষ। সমাপনী পরীক্ষার আর মাত্র তিন মাস বাকি আছে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মডেল টেস্ট-এর আগের দিন মিঠুনের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে মিঠুনকে স্কুলে আসার কথা বলা হয়। কিন্তু পরীক্ষা শুরু হতে আর মাত্র ৩০ মিনিট বাকি। মিঠুন তখনো আসেনি।

প্রধান শিক্ষক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি রোজিনা বেগম ও ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য সাফায়েত হোসেনকে মোবাইলে এ বিষয়ে অবগত করেন। তারা মিঠুনের বাড়ি গিয়ে জানতে পারেন সে মাছ ধরতে গেছে। তারা সেখানে গিয়ে দেখেন মিঠুন খেলছে, পরীক্ষার কথা তার মনে নেই। তারা তাকে তাড়াতাড়ি স্কুলে পৌঁছে দেন। ততক্ষণে পরীক্ষা ১০ মিনিট হয়ে গেছে। পরীক্ষা

শেষে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ আবারও তার বাড়িতে খোঁজ নেন। মিঠুন জানায়, তার পরীক্ষা ভাল হয়েছে, সে প্রতিটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। তার পরীক্ষার ভীতি দূর হয়েছে।

এরপর চলে আসে সমাপনী পরীক্ষা। মিঠুন সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে A- পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এখন সে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে।

রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল মজিদ বলেন, প্রতিটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ যুক্ত থাকলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে।

লাবনী খাতুন

আলোক শিক্ষালয়

আফজালুন্নেসা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০০৪ সালে আলোক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার শেরেবাংলানগরে এ বিদ্যালয়ের অবস্থান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ডা. আফজালুন্নেসা ও তার কতিপয় শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় আফজালুন্নেসা ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে আলোক শিক্ষালয় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১০ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যালয় হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে রাশেদা নাসরীন এবং প্রধান শিক্ষক হিসাবে মিজানুর রহমান দায়িত্ব পালন করছেন।

বিদ্যালয়টি প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সাধারণত স্থানীয় বস্তিতে বসবাসকারী সুবিধাবঞ্চিত ও ঝরে পড়া শিশুরাই এখানে পড়তে আসে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩১০ জন শিক্ষার্থী, তার মধ্যে ১৩৫ জন ছাত্র ও ১৭৫ জন ছাত্রী রয়েছে। এদের লেখাপড়ার জন্য ১০ জন শিক্ষক রয়েছেন।

শিক্ষার্থীরা নিজরাই বিভিন্ন পোস্টার, দেয়ালিকা ও চার্ট তৈরি করেছে। সেগুলো দিয়ে নিজেরাই শেণিকক্ষগুলো সাজিয়ে তুলেছে। এই বিদ্যালয়ে আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রতি দু' মাস পরপর অভিবাবক সভা আয়োজন করা হয়। এ সভায় অভিভাবকদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসএমসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা যৌথভাবে কাজ করে।

এ বিদ্যালয়ে ৫টি শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষকদের জন্য একটি পৃথক কক্ষ ও ২টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন রয়েছে। নিরাপদ পানীয় জলের জন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বিদ্যালয়ে একটি পানির ফিল্টার দেয়। শিশু-কিশোরদের উপযোগী বইসম্বলিত একটি 'বুক কর্নার' রয়েছে ।

আলোক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত দৈনিক সমাবেশ হয়। সমাবেশে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও শপথপাঠ হয়। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম যেমন- নাচ, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলার ক্লাস নিয়মিতভাবে হয়। এ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন- ক্রীড়া, ছবি আঁকা, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বছরে একবার বিজ্ঞানমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। 'আলোকবার্তা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় বিদ্যালয় থেকে।

বিদ্যালয়ের সার্বিক ফলাফল সন্তোষজনক। এই বিদ্যালয়ে বছরে ৩ বার সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এ শিক্ষালয়ের পরীক্ষার্থীরা শতভাগ উত্তীর্ণ হয়। পরীক্ষায় ১১ জন A+, ৯ জন A, ৯ জন A-, ৫ জন B, ৩ জন C পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পোশাক, বই-খাতা ও কলম দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

উর্মিলা সরকার

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর সমন্বয় সভা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা ১০ ও ১১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে সুসং দুর্গাপুরের জিবিসি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা নেত্রকোনার যৌথ আয়োজনে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ৮টি সহযোগী সংস্থা ও অভিযানের প্রতিনিধিবৃন্দ। সেরা নেত্রকোনার নির্বাহী পরিচালক মোঃ মজিবুর রহমান উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দুই দিনব্যাপী এ সমন্বয় সভার সূচনা করেন।

মোট তিন পর্বে বিভক্ত এই সমন্বয় সভার প্রথম পর্বে ৩২টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় দিকসমূহ তুলে ধরে ৮টি সংস্থা।

অর্জনসমূহ

- স্কুলে শিক্ষার্থী সমাবেশ নিয়মিত হয়;
- স্কুলমুখী রাস্তা মেরামত করা হয়েছে;
- অভিভাবকগণ নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছেন এবং শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন;
- সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগ;
- মা সমাবেশ নিয়মিত হয়;
- কমিউনিটিতে ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সহায়তায় কমিউনিটির উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান ফটক নির্মাণ করা হয়েছে;
- পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা হচ্ছে ও বিদ্যালয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- সহযোগী সংগঠন ও ওয়াচ কমিটির যৌথ উদ্যোগে এডভোকেসি ও লবিং-এর ফলে ইউনিয়ন শিক্ষাখাতের বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ১৬টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ তাদের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত ও গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে এ পরিকল্পনাতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- নদীভাঙনকবলিত এলাকার শিশুদের আবার স্কুলগামী করা অনেক কষ্টসাধ্য;
- প্রকল্পের কার্যক্রমের পরিসর অনেক বেশি হওয়ায় একজন কর্মীর পক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ন্যূনতম যাতায়াত ভাতা না থাকার কারণে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

পরিকল্পনা ও সুপারিশ

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জনবল বৃদ্ধি ও কর্মএলাকার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নগুলোতে এই কর্মসূচির সম্প্রসারণ প্রয়োজন;
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমপক্ষে ৫ বছর এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন;
- ইউনিয়নভিত্তিক ছেলে ও মেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের তালিকা তৈরি, কতজন শিশু স্কুলে যায় অথবা যায় না তা নির্ধারণ এবং স্কুল এই শিশুদের উপযোগী তৈরি করা ও স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে;
- বেইসলাইনের আওতায় ইউনিয়নের প্রতিটি স্কুলের অনুপস্থিত শিশুদের তালিকা প্রকাশ করা, যেখানে কমিউনিটি ও শিক্ষকরা একসঙ্গে কাজ করে শিশুদের স্কুলমুখী করবে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের নিজস্ব অফিস স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকপদ খালি না রেখে শিক্ষক নিয়োগে এডভোকেসি করা;
- মা সমাবেশে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, সংগঠনের প্রতিনিধি অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

সমন্বয় সভার দ্বিতীয় পর্বে বিরিশিরি ওয়াচ গ্রুপের কর্ম এলাকার বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে প্রতিনিধিগণ দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে মেনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফারংপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। শেষ পর্বে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিনিধিগণ। জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ কোয়ার্টারের কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা ও আগামী সমন্বয় সভা খুলনায় আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ ১০ ও ১১ এপ্রিল ২০১৬ নির্ধারণ করে মুক্ত আলোচনার সমাপ্তি করেন আপউস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হাই।

সভায় অভিযানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক শেখ সাদী ডিউ-ডিলিজেন্স বিষয়ে ধারণা ও হিসাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। সমন্বয় সভায় অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক ভ্যালু ফর মানি ও মনিটরিং বিষয়ে আলোচনা করেন। সকলে উপস্থিত হওয়ায় এবং সফলভাবে সমন্বয় সভা সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেরা-নেত্রকোনার নির্বাহী পরিচালক মোঃ মজিবুর রহমান সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আশিক ইকবাল

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর মনিটরিং টুলস ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ

গণসাক্ষরতা অভিযান ২৭-২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ডিনেট কনফারেন্স হল ও অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজন করে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সহযোগী সংস্থাসমূহের মনিটরিং টুলস ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ। দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ৮টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি ও অভিযানের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-এর পরিচালক গোলাম মেজবাহ উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় যোগদান করেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে মনিটরিংয়ের বিশেষত্ব তুলে ধরেন। সকলের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং টুলস উন্নয়নের উদ্যোগ গণসাক্ষরতা অভিযানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উপস্থিতি প্রমাণ করে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সঠিক দিক নির্দেশনা ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক হিসেবে মনিটরিংয়ের জন্য একটি সমন্বিত টুলস-এর প্রয়োজনীতা বিবেচনায় রেখে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পিইডিপি ৩-এর

কর্মশালায় বক্তব্য দেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-এর পরিচালক গোলাম মেজবাহ উদ্দিন

ইন্ডিকেটরসমূহ সামনে রেখে একটি টুলস উন্নয়ন করা হয়। এই টুলস কীভাবে এমআইএস ব্যবস্থায় সাহায্য করবে, বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কীভাবে সাহায্য করবে তার রূপরেখাও তুলে ধরা হয়। এমআইএস ব্যবস্থায় মোবাইল এপস-এর সঙ্গে এ টুলস-এর পারস্পরিক সম্পর্কও আলোচনা করা হয়।

আশিক ইকবাল

কালিহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হারিয়ে যাওয়া বেঞ্চ ফিরে পায়

নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলায় আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এ কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় জনগণ বিদ্যালয়ের ছোট ছোট সমস্যা নিজেদের উদ্যোগে সমাধানের চেষ্টা করছে। হোগলা ইউনিয়নের কালিহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ্ববর্তী এলাকার লোকজন বিদ্যালয়ের অনেক বেঞ্চ বিভিন্নভাবে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। এ কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় উক্ত বিদ্যালয়ে মা সমাবেশে এ বিষয়টি আলোচিত হয়। এর ফলে মা/অভিভাবকরা বুঝতে পারেন তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ক্ষতি হচ্ছে। মা/অভিভাবকরা মতামত দেন যে, 'আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার স্বার্থে এ বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ আমাদেরই করতে হবে'। তাই মা/অভিভাবকরা সিদ্ধান্ত নেন যে, 'যার যার বাড়িতে বিদ্যালয়ের বেঞ্চ আছে তা নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিবেন'। এভাবে দেখা যায়, ১০ দিনের মধ্যে ৭টি বেঞ্চ বিদ্যালয়ে দিয়ে যায়।

প্রায় এক মাস পর উক্ত বিদ্যালয়ের এসএমসি ও পিটিএ-এর সঙ্গে ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভা হয়। এতে এসএমসি ও পিটিএ সদস্যবৃন্দ জানতে পারেন যে, বিদ্যালয়ে বেঞ্চ কম এবং অনেক বেঞ্চের পায়া ভাঙা। শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয় বিধায় অনেকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে চায় না। এছাড়া শ্রেণিকক্ষে দরজা-জানালা নেই। এ কারণে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পাঠদান সম্ভব হয় না। তাই এসএমসি, পিটিএ, শিক্ষক ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে ১৪টি বেঞ্চ মেরামত করে দিবেন এবং দরজা-জানালা মেরামত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাছে আবেদন করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মাজহারুল ইসলাম মানিক

শিবরাম স্কুলের অনুকরণে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য গোলঘর নির্মাণ

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন দুর্গাপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম মেনকি। গারো, হাজং ও বাঙালি একত্রে মিলেমিশে বাস করে মেনকি গ্রামে। এই তিন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মেনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরবর্তী সময়ে স্কুলটি সরকারিকরণের ফলে জনঅংশগ্রহণ কমে গিয়েছিল। তখন মানুষ ভেবেছিল, এই বিদ্যালয় এখন সরকারের সম্পত্তি, এর দেখভাল সরকারই করবে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছিল। গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা'র যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত প্রচার-প্রচারণা, এসএমসি মিটিং, মা সমাবেশ, প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় পরিদর্শনের ফলে জনগণ আবার স্কুলমুখী হচ্ছে এবং এ বিদ্যালয়কে নিজেদের মনে করছে। এরই ধারাবাহিকতায় মেনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি সভাপতি শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তারা পরিদর্শন করে ফিরে এসে কীভাবে নিজেদের বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা যায় তা নিয়ে এসএমসি, পিটিএ ও অভিভাবকদের সঙ্গে সভা করেন।

এ বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের অভাবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমতো ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য অন্তত আর একটি শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এ বিদ্যালয়ে শিবরাম আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদলে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য একটি গোলঘর নির্মাণ করা হবে। শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, স্লিপ, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুদানে ধীরে ধীরে তৈরি হলো পূর্ণাঙ্গ গোলঘর। এখন প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়মিতভাবে গোলঘরে খেলার মাধ্যমে পাঠদান করা হচ্ছে।

এ. কে. এম. রফিকুল ইসলাম

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সহায়তা : একটি অভিনব উদ্যোগ

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আঙ্গিনায় এক সময় যেমন অনেক ফুলের গাছ থাকত তেমনি থাকত হরেক রকম ফলের গাছ। সারা বছরই কোনো না কোনো ফল ধরে থাকত গাছগুলোতে। গাছের সবুজ ছায়া বিদ্যালয়কে করে তুলত প্রশান্তির জায়গা। গাছের ফলগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ করত। আমাদের পূর্বপুরুষরা নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসব গাছ রোপণ করতেন আর শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এসব গাছের যত্ন নিতেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণের পর জনগণের সম্পৃক্ততা হ্রাস পায়। বিদ্যালয়ের প্রতি জনবিমুখতার কারণে এ ধরনের উদ্যোগগুলো আর চলমান থাকেনি। এছাড়াও অন্যান্য কারণে বিদ্যালয়গুলো গাছশূন্য হয়ে আগের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে।

প্রত্যাশা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় জনগণ ও নিকটবর্তী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ফলে জনগণ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে থাকে। এজন্য অনেক বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান গড়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি জনগণ বিদ্যালয়ে ফলের বাগান গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে যোগাযোগ করা হয় কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে। এ গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক

সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকতা ও প্রকল্প পরিচালক ড. শাহ্ লুৎফুর রহমান কমলা গাছের চারা তুলে দিচ্ছেন এসেড হবিগঞ্জ-এর প্রধান নির্বাহী জাফর ইকবাল চৌধুরীর হাতে। এসময় উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জের সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু জাফর মোঃ ছালেহ।

এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যালয়সমূহের জন্য ১০০টি কমলা চারা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি একটি পত্রের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন, আগামী মওসুমে এই বিদ্যালয়সমূহে আরও ফলের চারা দিয়ে বাগান গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন।

আদ্যপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে

হবিগঞ্জ জেলায় প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম। এ কাজের অংশ হিসেবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি, ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের নিয়ে বাংলাদেশের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করে। এর মধ্যে আদ্যপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহমিনা আক্তার সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার বশিরুল হোসেন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের অনুকরণে তিনি নিজ বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ, বিদ্যালয়ের দেয়ালে মনীষীদের ছবি ঝুলানো, মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ, পাঠ পরিচালনায় উপকরণ ব্যবহার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ অনেকাংশে বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য

বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে টবে ফুলের চারা লাগানো হয়। ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে ।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

কমিউনিটির মাধ্যমে টিউবওয়েল স্থাপনের উদ্যোগ

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নে সদরাবাড়ি গ্রামের সদরাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় লোকজনের অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এর মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা ছিল প্রকট। শিশুরা খাওয়াসহ অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য আশপাশের বাড়ি থেকে পানি সংগ্রহ করত। এ বিষয়ে সিধুলী এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ অত্র এলাকার অবিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে বিদ্যালয়টি সুন্দরভাবে পরিচালনা ও লেখাপড়ার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ছোটছোট সমস্যাগুলো সুষ্ঠুভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় নিরাপদ পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আলহাজ্ব সামস উদ্দিন আহম্মেদ একটি টিউবয়েল স্থাপনের উদ্যোগ নেন। এ কাজে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও গ্রামবাসী সহযোগিতা করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়টিতে কমিউনিটি

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়, যেমন- মা সমাবেশ, এসএমসি সভা, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন, যা ঐ এলাকার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

আব্দুল হাই

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন হবিগঞ্জ জেলার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুদান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর যৌথ উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এসএমসি এবং অভিভাবকদের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ আবদুর রউফ, উপ-পরিচালক, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার, হবিগঞ্জ। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অভিভাবক, এসএমসি সদস্যবৃন্দ স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক বরাবরে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক সমস্যাগুলোর অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ঘর মেরামত করার জন্য এক লক্ষ টাকা, টংগীরঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটিভরাটের জন্য এক লক্ষ টাকা এবং সৈয়দাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝে মেরামতের জন্য দশ হাজার টাকা বরাদ্দ দেন। উল্লেখ্য, এ সময় তিনি তেঘরিয়া ইউনিয়নের পরিদর্শন খাতায় লিখিতভাবে এলজিএসপি'র অব্যয়িত সমস্ত অর্থ প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় করার নির্দেশ দেন।

হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য দেন গোপায়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মিজবাহুল বারী লিটন

গণসাক্ষারতা অভিযান ও এসেড-এর যৌথ উদ্যোগে ১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক বেসিক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে ৪টি ইউনিয়নের ওয়াচ গ্রুপ সভাপতি, সদস্য, ইউপি সদস্য, শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন গোপায়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মিজবাহুল বারী লিটন। অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাশ ও প্রণয় কান্তি মালদার। উত্তম কুমার দাশ বলেন, একটি বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সবার সার্বিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কোনো কাজে সুশাসন না থাকলে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আপনারা প্রশিক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জন করবেন তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হবে।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

জোড়খালী ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহ উপজেলার সিধুলী, জোড়খালী, ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মাদারগঞ্জ উপজেলার ৫নং জোড়খালী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে কমিউনিটি এডুকেশন গ্রুপের বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন আবু সাঈদ মোহাম্মদ শাহীনুর খান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং হারুন-অর-রশিদ, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার, মাদারগঞ্জ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জোড়খালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মিনহাজ উদ্দীন আহম্মেদ। এছাড়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, ইউপি সদস্য ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের পাশাপাশি এসএমসি'র যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। হারুন-অর-রশিদ বলেন, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো মাদারগঞ্জ উপজেলায় একটি বিদ্যালয় দেখতে চাই। এজন্য উপজেলা শিক্ষা অফিস সকল প্রকার সহযোগিতা দিবে।

শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি ও লেখাপড়ার মান উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকায় মা

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ আয়োজনে মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহ উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মা সমাবেশে মা, অভিভাবক, শিক্ষক, ইউপি সদস্য ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় বক্তাগণ মায়েদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় বক্তারা বলেন, একজন শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের পাশাপাশি মায়েদের ভূমিকা অনেক। তাই আমরা মা সমাবেশের মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মায়েদের সচেতন করি, যাতে সন্তানের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে একজন আদর্শ মায়ের ভূমিকা কী তা তারা জানতে পারেন। কারণ, একজন শিক্ষিত মা মানে একটি শিক্ষিত পরিবার, একটি শিক্ষিত পরিবার মানে একটি শিক্ষিত সমাজ, একটি শিক্ষিত সমাজ মানে একটি শিক্ষিত দেশ।

আব্দুল হাই

নেত্রকোনায় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে জনতার সংলাপ

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেরা, নেত্রকোনা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে নেত্রকোনা পাবলিক হলে জনতার সংলাপ শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সেরা'র নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনতার সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. তরুণ কান্তি শিকদার, জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রতিবন্ধিতা বিশেষজ্ঞ রফিক জামান, পরিচালক, পিএনএসপি, ঢাকা। প্যানেল আলোচক ছিলেন অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক শ্যামলেন্দু পাল এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ সায়েদুর রহমান। এছাড়ও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সংগঠনের নেত্রী শাহানাজ পারভীন, প্রেসক্লাবের সম্পাদক এম. মুখলেছুর রহমান, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হাবিবুর রহমান প্রমুখ। এ সমাবেশে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, সংবাদকর্মী, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এনজিওকর্মী ও জনপ্রতিনিধিসহ শতাধিক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বক্তারা বলেন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই সর্বাগ্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি প্রয়োজন প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও যথোপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ।

জনতার সংলাপে বক্তব্য দেন নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক ড. তরুণ কান্তি শিকদার

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় বার্ষিক পর্যালোচনা ও প্রতিফলন সভা অনুষ্ঠিত

১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়ন এবং ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রত্যাশা প্রকল্পাধীন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ২০১৫ সালে সম্পাদিত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও প্রতিফলন সভা। এ দুটি অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসলাম উদ্দিন সরকার, চেয়ারম্যান, ২নং হোগলা ইউনিয়ন পরিষদ ও মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং বিনয় চন্দ্র শর্মা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আইয়ুব আলী। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, ইউপি সদস্য, ধর্মীয় নেতা, অভিভাবক, এনজিওকর্মী, শিক্ষানুরাগী, মিডিয়া প্রতিনিধি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য। অতিথিবৃন্দ আলোচনায় বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি যদি মজবুত হয় তাহলে ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ রোধ হবে এবং একইসঙ্গে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে ইউনিয়নের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

এ. কে. এম. রফিকুল ইসলাম

শরাফপুর ও সাহস ইউনিয়নে শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ আয়োজনে ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে শরাফপুর ইউনিয়নে এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সাহস ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি সমন্বিতভাবে কর্ম উদ্যোগ গ্রহণের উপায় সম্পর্কে এ সভায় আলোচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সমন্বিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। সভায় শরাফপুর ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি শ্রাবন্তী মন্ডল বলেন, আমরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে গত মাসে কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটিভরাট করেছিলাম। এ কাজের বাকি অংশ জানুয়ারি মাসে সম্পন্ন করব। এর পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিকের জন্য শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজ খুব শিঘ্রই শুরু করব।

বালিয়াডাঙ্গা ও আমিরপুর ইউনিয়নে শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে ৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে এবং ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে আমিরপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ২০১৬ সালে আরো বেশি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা বিগত বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা এবং সমন্বিতভাবে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন।

বনশ্রী ভান্ডারী

ভোলার লালমোহনে রিভিউ এন্ড রিফ্লেকশন সভা

ঝরে পড়া রোধ ও স্কুলে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলিগৌরনগর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় রিভিউ এন্ড রিফ্লেকশন সভা। গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের আওতায় ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ধলিগৌরনগর ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটি এ সভার আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান। শিক্ষক সোহরাব উদ্দিন মিন্টুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আবু সুফিয়ান, মোঃ লোকমান, মহিলা সদস্য পারুল বেগম প্রমুখ। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ এ সভায় ৯৬ জন পুরুষ ও ১৭ জন নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সভায় মা সমাবেশ, এসএমসি ও পিটিএ কমিটির কার্যকর সভা আয়োজন ও সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের পঠনদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পঠন প্রতিযোগিতা আয়োজন, উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর আয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ভোলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ও সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

ভোলায় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১-২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থা যৌথ উদ্যোগে এ ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করে। সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের রেড ক্রিসেন্ট হল রুমে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ. বি. এম. খলিলুর রহমান। ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ ওলিউল্লাহ মাস্টারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভেদুরিয়া সমবায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাদিছ, গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী মোঃ হুমায়ুন কবির প্রমুখ। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, ওয়াচ কমিটির সভাপতি ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নেতৃবৃন্দসহ ওরিয়েন্টেশনে ৩১ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ ওরিয়েন্টেশনে শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করা, পাঠ পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষে যাওয়া, সহপাঠক্রমিক কাজসহ খেলাধুলার আয়োজন, অভিভাবক ও এসএমসি'র সদস্যদের স্কুল পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা, নিয়মিত মা সমাবেশের আয়োজন করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হয়।

হারুন উর রশীদ

সিরাজগঞ্জে এসএমসি এবং অভিভাবকদের ভূমিকা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নে এবং ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতনিবিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ঝাঐল ও ভদ্রঘাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসার। এছাড়া ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় এসএমসি এবং অভিভাবকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে সতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সমাপনী বক্তব্যে ইউপি চেয়ারম্যন নিজ নিজ এলাকার বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনামাফিক কাজ করার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সিরাজগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিউনিটি স্কোর কার্ড

১২ ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মাটিকোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ঝাঐল ইউনিয়নের স্বল্প মাহমুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিউনিটি স্কোর কার্ড শীর্ষক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক, ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন ও সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ প্রক্রিয়ায় নম্বর প্রদানের মাধ্যমে সেবার মান নির্ধারণ করা হয়। এর মাধ্যমে সেবাদাতা (শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটি) ও সেবাগ্রহীতাদের (শিক্ষার্থী ও অভিভাবক) মধ্যে যোগাযোগ, বিশ্বাস, অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আগামী ছয় মাস পর বিদ্যালয়ের পরিবর্তন ও উন্নয়নের মান কমিউনিটি স্কোর কার্ডের মাধ্যমে পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে।

আরিফুল ইসলাম

গাইবান্ধার মুক্তিনগর ও গজারিয়া এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা সভা ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। মোঃ সাজু মিয়ার সভাপতিত্বে গজারিয়া এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পরিকল্পনা সভার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মনোতোষ রায়, চেয়ারম্যান, গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ। এ সভায় আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য এক লক্ষ টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়। আগামী বছরের কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য মাইকিং, এসএমসি ও মা সমাবেশ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, কাব দল গঠন, শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে লবিং এবং ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মিটিং। ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা নাদের হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিনগর ইউনিয়নেও আগামী বছরের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এক লক্ষ টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনায় অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে শিক্ষা সফর ও দিবস উদযাপন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সভায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা ইউপি ও এসএমসি সদস্য, এলাকার শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষা প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে আগামী বছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের আশা ব্যক্ত করেন।

কমিউনিটি স্কোর কার্ডের ইন্টারফেস সভা

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে কমিউনিটি স্কোর কার্ডের ইন্টারফেস সভা মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রিসোর্সপার্সন ছিলেন মোঃ আব্দুল বাকী সরকার, ইনস্ট্রাক্টর, ইউআরসি, সাঘাটা। অন্যদের মধ্যে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, অভিভাবক, এসএমসি ও শিক্ষকসহ মোট ১১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এর আগে শিক্ষক ও এসএমসি'র সদস্যদের নিয়ে একটি এবং অভিভাবকদের নিয়ে আলাদাভাবে তিনটি এফজিডি করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের গজারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ডের ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় রিসোর্সপার্সন ছিলেন মোছাম্মৎ ছামছিয়া আখতার বেগম, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, গাইবান্ধা। উভয় সভায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, অভিভাবক, এসএমসি ও শিক্ষকসহ মোট ১০৮জন প্রতিনিধি। এখানেও অনুরূপভাবে এফজিডি করা হয়।

আনছারুজ্জমান

প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ অধিকার নিশ্চিতকরণে জনতার সংলাপ

জনতার সংলাপে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক এডভোকেট মিয়াজান আলী

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত হয় প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ অধিকার নিশ্চিতকরণে জনতার সংলাপ। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক এডভোকেট মিয়াজান আলী। আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও জেলা লোকমোর্চা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ খায়রুল হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ শাহীনুজ্জামান, সমাজসেবা বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ আবুবকর সিদ্দিক ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার আমজাদ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিএনএসপি'র পরিচালক রফিক জামান। আলোচক ছিলেন অধ্যাপক রফিকুর রশিদ রিজভী, কলামিস্ট ও সাংবাদিক রফিক উল আলম, পিপি এডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য্য, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার ও এডভোকেট ইব্রাহীম শাহীন। সভায় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, এসএমসি, ওয়াচ সদস্যসহ প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে ও পড়ালেখাসহ তাদের সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

মেহেরপুরের আশরাফপুরে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মতবিনিময় সভা

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এসএমসি এবং অভিভাবকদের ভূমিকা বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ডিএফআইডি-এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করে। আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে এ সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম কর্মকর্তা মির্জা দেলোয়ার হোসেন। প্রধান আলোচক ছিলেন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ ফিরোজুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজউদ্দিন আহম্মেদ। সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, এসএমসি, অভিভাবকসহ ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় অভিভাবক ও এসএমসি'র দায়-দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সাদ আহাম্মদ

বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

আমঝুপি ইউনিয়ন, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ সম্ভব হয়। এছাড়া বেসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় (৩২টি ইউনিয়নে) বেসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আমঝুপি ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	২,৪৩৯	২,৫০৮	৪,৯৪৭	৪৯.৩০
৬ – ১২ বছর	৩,৭১৩	৩,৯৩৩	৭,৬৪৬	৪৮.৫৬
১৩ থেকে ১৮ বছর	৩,১৪৯	৩,৩৩৩	৬,৪৮২	৪৮.৫৮
১৯ থেকে ৪৫ বছর	১৪,১৯৭	১৩,৯২০	২৮,১১৭	৫০.৪৯
৪৬ থেকে ৬০ বছর	৩,৫৪৬	৪,১৭৫	৭,৭২১	৪৫.৯৩
৬০+ বছর	১,২৯১	১,৪০২	২,৬৯৩	৪৭.৯৩
মোট:	২৮,৩৩৫	২৯,২৭১	৫৭,৬০৬	৪৯.১৯

তথ্যসূত্র: আমঝুপি ইউনিয়ন খানা জরিপ, এপ্রিল ২০১৪

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী আমঝুপি ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ১৪,৮৪১টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ১৪,০১১টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৫৭,৬০৬ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ৫৪,৫৮৬ জন। খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা ২০১৪ সালের জরিপে পাওয়া গেছে ৩.৮৮ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৩.৮৯ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ১৩,৪৫৫ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৬,৪৯৯ জন এবং ছেলে ৬,৯৫৬ জন, (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৭,৬৪৬ (মেয়ে ১৩,৭১৩ জন, ছেলে ৩,৯৩৩) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৭,৪২৬ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ৩,৬৩৬ জন এবং ৩,৭৯০ জন ছেলে।

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমঝুপি ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ২২৪ জন। অনার্স পাস করেছেন ২২৪ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ৬৮০ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ১,৭৫০ জন, এসএসসি পাস করেছেন ২,৫৬৫ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৪,৪৬২ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ৩,২৯৬ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৮,৪৬১ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ১৪,৪০০ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	৩,৭৯০	৩,৬৩৬	৭,৪২৬	৯৭.১২
বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু	১৪৩	৭৭	২২০	২.৮৮
মোট:	৩,৯৩৩	৩,৭১৩	৭,৬৪৬	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,৭২৬	২,৭০৫	৫,৪৩১	৯৭.৪৩
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৪,০৭৪	৩,৯৩৪	৮,০০৮	৯৬.৫৯
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২৯৯	৩১০	৬০৯	৩৩.৭৬

তথ্যসূত্র: আমঝুপি ইউনিয়ন খানা জরিপ, এপ্রিল ২০১৪

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী আমঝুপি ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ২২০ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৪ জন রয়েছে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৩০ জন ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৮৯ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ৭.৭ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ২.৭ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ০.৫ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

আমঝুপি ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ১,৭২৯ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৮৪৮ জন এবং ছেলে ৮৮১ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১,২৭৭ জন (মেয়ে- ৬৪২, ছেলে- ৬৩৫)। তৃতীয় শ্রেণিতে মোট ১,২৬৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬১৫ জন মেয়ের বিপরীতে ৬৪৯ জন ছেলে শিক্ষার্থী। চতুর্থ শ্রেণিতে মোট ১,১৯৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬৩১ জন ছেলের বিপরীতে ৫৬৭জন মেয়ে। পঞ্চম শ্রেণিতে আবার দ্বিতীয় শ্রেণির মতো ছেলের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। মোট ১,২৩১ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৯৩ জন ছেলের বিপরীতে ৬৩৮ জন মেয়ে।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

আমঝুপি ইউনিয়নের ৮৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৫১.৭ শতাংশ। ১৮টি আধাপাকা (২১.২ শতাংশ) এবং ২৩টি কাঁচা (২৭.১ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৫৩টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ৬২.৪ শতাংশ। ২৫টি (২৯.৪ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৭টি (৮.২ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

আমঝুপি ইউনিয়নের ৮৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ৫১.৮ শতাংশ। ২৯টি বিদ্যালয়ে (৩৪.১ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। ৩টি (৩.৫ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শুধু মেয়েদের, ২টি (২.৪ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শুধু ছেলেদের টয়লেট রয়েছে। ৭টি (৮.২ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেট সুবিধা নেই।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৪৪	৫১.৮	ব্যবহার উপযোগী	৬৭	৭৮.৮
উভয়েই ব্যবহার করে	২৯	৩৪.১	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	১১	১২.৯
শুধু মেয়েদের জন্য	৩	৩.৫	ব্যবহারের অনুপযোগী	০	০
শুধু ছেলেদের জন্য	২	২.৪	বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	৭	৮.২	টয়লেট নেই	৭	৮.২
মোট	৮৫	১০০	মোট	৮৫	১০০

তথ্যসূত্র: আমঝুপি ইউনিয়ন খানা জরিপ, এপ্রিল ২০১৪

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

আমঝুপি ইউনিয়নে ১৪,০১১টি খানায় মোট ৫৭,৬০৬ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ৮৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্য ঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ১৬.৫ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৭.৪৩ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারের বিবেচনায় আমঝুপি ইউনিয়নের অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যে অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ১৪,৪০০ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও **বিশেষ** নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে আমঝুপি ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে, জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রাণ হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদের যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- শিশু ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলি নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের এসএমসি'তে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

অভিভাবক

এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;

- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- অভিভাবকদের শিশুর লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে;
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জন প্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর খোঁজখবর রাখা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করা তাদের দায়িত্বের অংশ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে 'ওয়াচ গ্রুপ' এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন চায়ের দোকানসমূহে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সেই বিষয়ে ইউনিয়ন থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া/ঝরে পড়া শিশুর দরিদ্র অভিভাবকদের ভিজিএফ কার্ড প্রদানসহ পরিষদের অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি'র সদস্যদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএমসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলি নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবারকরণে।

শিক্ষক

শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষকগণ যেমন তাদের উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন, তেমনি তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিতভাবে অভিভাবক সমাবেশ ও এসএমসি সভা আয়োজনে।

শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। তাই এ কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আবদুর রউফ

'প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় (বাম থেকে) সভাপতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান, প্রধান অতিথি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মূল আলোচনা উপস্থাপক ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমদ, স্বাগত বক্তব্য দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ।

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সক্রিয়। বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত মা সমাবেশ, এসএমসি সভা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষকরা সময়মতো বিদ্যালয়ে আসেন এবং আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করেন। অভিভাবক, এসএমসি ও শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করছে। ইউনিয়ন পরিষদ তাদের বার্ষিক বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি করেছে। প্রায় ১০টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর ও ৫টি বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ হয়েছে জনগণের অনুদানে। জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ এসএমসি, শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ কাব দল– এই চারটি ইউনিয়ন থেকে নির্বাচিত হচ্ছে। আমাদের এই চারটি ইউনিয়নের প্রতিটি বিদ্যালয়ে জনঅংশগ্রহণের ফলেই এ সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

হবিগঞ্জ জেলার কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি কাজল সমাদ্দার বলেন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের পর একটি এলাকায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। মেহেরপুরের মতো আমাদেরও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এবার হবিগঞ্জ জেলায় সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর হার প্রায় ৯৪ শতাংশ, কিন্তু কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচভুক্ত এলাকায় এই হার প্রায় ৯৮ শতাংশ। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার সকল বিদ্যালয়ে সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ফলে।

গাইবান্ধা থেকে আসা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা জাবেদ আলী সর্দার বলেন, আমাদের চর এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার মান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনঅংশগ্রহণ তথা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

সভায় চ্যানেল আই-এর সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট মোস্তফা মল্লিক বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই শিক্ষকদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, হাওড়, বাঁওড় ও চর এলাকাসমূহে সরকারিভাবে শিক্ষকদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে এই অঞ্চলসমূহকে শিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং সুশাসন নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে।

সমাপনী বক্তব্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আত্হার অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনাদের দেওয়া সুপারিশসমূহ আমরা আরও উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরব এবং সকলে মিলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাব।

সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ গৃহীত হয়। সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ :

- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষায় সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- শিক্ষায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কমিউনিটি মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, সম্পদ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা।
- শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকলকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কমিটির দায়-দায়িত্ব চিহ্নিত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণে রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন।
- শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কমিটি গঠন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষায় একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনা করা।
- গ্রাম ও শহরের শিক্ষক সংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

মোঃ মেহেদী হাসান

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজন সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ

গণসাক্ষরতা অভিযান ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ফ্যামিলি ওয়ার্ল্ড গ্র্যান্ড হলে 'প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি। মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার প্রতিনিধি।

প্রধান অতিথি ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, সত্যিকার অর্থেই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণের বিকল্প নেই। সরকার ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্লিপ, ইউপিইপি, এসএমসি ইত্যাদি কমিটি গঠন, যার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ এগিয়ে চলছে। এখানেই শেষ নয়, একসঙ্গে কাজ করে আমাদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের যে কোনো কার্যক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তা অব্যাহত থাকবে এবং এ বিষয়ে যে কোনো অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাতে সচেষ্ট থাকব।

এ সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে সাধারণ জনগণ ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। জনঅংশগ্রহণ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত মান উন্নয়ন কিংবা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় না। সরকার কিংবা কোনো সংস্থার একার পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যই নির্বাচিত ৩২টি ইউনিয়নে গণসাক্ষরতা অভিযান ও পার্টনার এনজিওদের সহায়তায় কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ গঠিত হয়েছে এবং এতে কিছু সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। এসব কিছু নিয়ে মতবিনিময় করার জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে এ বিষয়ক কিছু সভার আয়োজন করা হয় এবং প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তুলে ধরাই এ সভার মূল উদ্দেশ্য।

মূল আলোচনা উপস্থাপন করে ড. মনজুর আহমদ বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা করা থাকলেও আমরা এখনো সকল ক্ষেত্রে সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে পারিনি। প্রাথমিক শিক্ষা যেমন জনগণের সম্পদ ছিল ঠিক তেমনি আবার প্রাথমিক শিক্ষাকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর তা করা গেলে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন, জবাবদিহিতা ও বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত হবে।

জনঅংশগ্রহণ কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে পারে সে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকা থেকে আসা প্রতিনিধিগণ। মেহেরপুর জেলার আমঝুপি থেকে আসা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি সাদ আহাম্মদ বলেন, গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় আমরা মেহেরপুর জেলার চারটি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করি। এ গ্রুপের মাধ্যমে ঐ চারটি ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। চারটি ইউনিয়নের প্রায় ৫২টি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ আজ

(এরপর ১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায়
গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org